দৈনিক সংবাদ

FEB 4 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

অনেক সময় সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছাত্রদের ব্যবহার করা হয়

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ছাত্র সংগঠনগুলোর সম্পৃক্ততা ছিন্ন করা হলে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস অব্যাহত থাকার ভিত্তি থাকবে না।

গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১তম সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে সভাপতির ভাষণে তিনি একথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, অনেক সময় সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছাত্রদেরকে ব্যবহার করা হয়। আর এসবের জন্য বাইরের ঘটনাগুলোই দায়ী। তিনি সেশনজটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, ডিন, শিক্ষকমণ্ডলীর সমন্বিত প্রচেষ্টায় সেশনজট দূর হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, শিক্ষক, প্রশাসক, বিজ্ঞানী অথবা আইনজীবী যে পেশাকেই তোমরা অবলম্বন করো না কেন প্রতিটি কর্ম তোমাদেরকে গভীর প্রত্যয়, প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার ও অন্তর্দৃষ্টির সাথে সম্পাদন করতে হবে। সর্বোপরি সততাই হবে তোমাদের সকল কর্মের চালিকাশক্তি। মনে রাখতে হবে তোমরা নিজেদের জীবনকে যেভাবে নির্মাণ করবে, নতুন সহস্রাব্দে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সেভাবেই প্রস্ফুটিত হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

গতকাল মৌলবাদীদের আহূত হরতালের মধ্যে সমাবর্তন যথাসময়ে শুরু হয়। সমাবর্তন উৎসবে হরতাল কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। সকাল ১০টা ১ মিনিটে ক্যাম্পাসে সমাবর্তন শোভাযাত্রা শুরু হয়। গাউন পরিহিত চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, সমাবর্তন বক্তা স্যার ডেভিড হ্যারিসন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিনগণ, সিন্ডিকেট সদস্য, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ও শিক্ষকগণ সমাবর্তন শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

শোভাযাত্রা প্যান্ডেলে প্রবেশ করার সময় প্যান্ডেলে অবস্থানরত প্রায় ৬ হাজার ছাত্রছাত্রী ও অতিথিসহ সকলে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। জাতীয় সঙ্গীত, পবিত্র কোরান তেলায়াত, গীতা, ত্রিপিটক, বাইবেল পাঠের পর সমাবর্তনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বিভিন্ন অনুষদের ডিনগণ বিভিন্ন ডিগ্রিধারীকে চ্যান্সেলরের সামনে উপস্থিত করেন। এসময় রাষ্ট্রপতি তাদেরকে ডিগ্রি প্রদান করেন। এবারের সমাবর্তনে ২৪ জনকে পিএইচডি, ৫৮ জনকে এমফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়। বিভিন্ন কৃতিত্বের জন্য ২৯ জনকে স্বর্ণপদক ও ১ জনকে রৌপ্যপদক প্রদান করা হয়। এছাড়াও ২ হাজার ৭শ ৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

সমাবর্তন বক্তা হিসেবে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স অফ সেলুইন কলেজের অধ্যাপক স্যার ডেভিড হ্যারিসন বলেন, প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংস না করে পৃথিবীর সব মানুষের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোই বর্তমানে আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর এর মোকাবিলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

উপাচার্যের ভাষণে অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রবেশ করতে পারলে দেশের বিরাজমান দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, রোগ-শোক, জন-সংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ ও পরিবেশ দূষণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করে উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের ব্যবধান দূরীভূত করা সম্ভব।

সমাবর্তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক মো. শাহাদত আলী ধন্যবাদ ভাষণ দেন এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. সেলিম। সবশেষে দুপুর সাড়ে ১২টায় সমাবর্তন শোভাযাত্রার মাধ্যমে সমাবর্তনের প্রথম পর্ব শেষ হয়।